

**প্রশ্ন:- মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা আলোচনা কর।**

**উত্তর:- ভূমিকা:** কেন্দ্রের ন্যায় ভারতের প্রতিটি অঙ্গরাজ্যে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত আছে। কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রীর মতো রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী হলেন প্রকৃত শাসক। রাষ্ট্রপতির ন্যায় রাজ্যপাল হলেন নামসর্বস্ব শাসক।

সংবিধানের ১৬৪ নং ধারা অনুযায়ী রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়োগ করেন। রাজ্য বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বা নেত্রীকে তিনি মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করেন। রাজ্যপালের কার্যকালের মেয়াদ হল ৫ বছর। তবে ৫ বছরের পূর্বে বিধানসভা ভেঙে গেলে মুখ্যমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হয়।

**নিয়োগ :** মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়োগ করেন সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপাল। এ ব্যাপারে রাজ্যপালের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো মূল্য থাকে না, কারণ তিনি বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা জোটের নেতা বা নেত্রীকেই মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করতে বাধ্য থাকেন। মুখ্যমন্ত্রীকে রাজ্য বিধানসভার অথবা বিধান পরিষদের সদস্য হতে হয়। সাধারণত বিধানসভার সদস্যদের মধ্য থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়োগ করা হয়। তবে কখনো-কখনো বিধান পরিষদের সদস্যদের মধ্য থেকেও মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়োগের নজির আছে।

বিধানসভা বা বিধান পরিষদের সদস্য নয় এমন ব্যক্তিকেও মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করা যেতে পারে। তবে সংবিধান অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার ৬ মাসের মধ্যে তাঁকে রাজ্য আইনসভার যে-কোনো কক্ষের সদস্য হতে হবে। অন্যথায় তার মুখ্যমন্ত্রীর পদ বাতিল হয়ে যাবে।

**ক্ষমতা ও কার্যাবলি :** মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলিকে নিম্নলিখিত কয়েকটি দিক থেকে আলোচনা করা হলঃ

**(১) বিধানসভার নেতা হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী :** মুখ্যমন্ত্রী হলেন রাজ্য বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা মোর্চার নেতা বা নেত্রী। বিধানসভার অধিবেশন আহ্বান করা, স্থগিত রাখা, প্রয়োজনে বিধানসভা ভেঙে দেওয়া প্রভৃতি বিষয়ে রাজ্যপালকে পরামর্শ দেওয়া, সরকারি নীতির ব্যাখ্যা ও সমর্থন, বিরোধী দলের আনীত অভিযোগ ও সমালোচনার উত্তরদান, বিতর্কে অংশগ্রহণ, বিরোধী নেতাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা, — এইসব কাজ মুখ্যমন্ত্রী সম্পাদন করেন বিধানসভার নেতা বা নেত্রী হিসাবে। মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভার মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানালে, রাজ্যপাল বিধানসভা ভেঙে দিতে পারেন।

**(২) সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী :** মুখ্যমন্ত্রী হলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বা নেত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর দক্ষতা, বিচক্ষণতা ও নেতৃত্বদানের ক্ষমতার ওপর তাঁর দলের ভাবমূর্তি নির্ভর করে। দলের নেতা বা নেত্রী হিসাবে মুখ্যমন্ত্রীর কাজ হল দলীয় শৃঙ্খলা ও সংহতি রক্ষা করা, বিধানসভার ভিতরে ও বাইরে দলীয় কর্মসূচিকে যথাসম্ভব প্রচার করা ও কার্যে রূপায়িত করা, জনসমক্ষে উপস্থিত হয়ে এবং প্রচার মাধ্যমগুলির সাহায্য নিয়ে দলের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল রাখা ইত্যাদি। দলের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির জন্য তাকে জনমত অনুধাবন করতে হয়। দলের মধ্যে যাতে কোনো উপদলীয় বিরোধের সৃষ্টি না হয় সেদিকেও তাঁকে নজর রাখতে হয়।

**(৩) মন্ত্রীপরিষদের নেতা হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী :** মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রীপরিষদেরও নেতা। তাঁর পরামর্শক্রমেই রাজ্যপাল মন্ত্রীপরিষদের সদস্যদের নিয়োগ করেন, তাঁদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন, প্রয়োজনে পুনর্বণ্টন করেন। বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় সাধন করাও মুখ্যমন্ত্রীর অন্যতম দায়িত্ব। তিনি যে-কোনো মন্ত্রীকে পদচ্যুত করার জন্য রাজ্যপালকে পরামর্শ দিতে পারেন। মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করলে মন্ত্রীসভার পতন ঘটে। মন্ত্রীপরিষদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সম্পর্ক প্রসঙ্গে বলা হয় যে, তিনি হলেন সমপর্যায়ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অগ্রগণ্য। যে-কোনো দপ্তরের

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলি সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

**(৪) রাজ্যপালের পরামর্শদাতা হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী :** মুখ্যমন্ত্রী হলেন রাজ্যপালের প্রধান পরামর্শদাতা। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালের সঙ্গে অন্যান্য মন্ত্রীদের যোগসূত্র হিসাবে কাজ করেন। মন্ত্রীপরিষদের যাবতীয় সিদ্ধান্ত, রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা ও আইনের প্রস্তাব সম্পর্কিত যাবতীয় সংবাদ রাজ্যপালকে বৈঠকে পেশ করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে পারেন। সংসদীয় শাসনব্যবস্থার রীতি মেনে রাজ্যপালগণ জানানো মুখ্যমন্ত্রীর কর্তব্য। এছাড়া রাজ্যপাল কোনো মন্ত্রীর কোনো ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তকে মন্ত্রীপরিষদের সাধারণত মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন। তবে রাজ্যপাল যখন স্বৈচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করেন, তখন তাঁকে মুখ্যমন্ত্রীর তথা মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শ নিতে হয় না।

**(৫) কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা :** কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয় প্রধানত মুখ্যমন্ত্রীর মাধ্যমে। রাজ্যের আর্থিক পরিকল্পনা রূপায়ণ থেকে আরম্ভ করে বন্যা, খরা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা করতে যে অর্থের প্রয়োজন, সে ব্যাপারে কেন্দ্রের ওপর চাপ সৃষ্টি করা বর্তমানে প্রতিটি মুখ্যমন্ত্রীর একটি কাজ। কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের সমর্থনে জনমত গঠন করা, সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা ইত্যাদি যে-কোনো মুখ্যমন্ত্রীকে সময় দিতে হয়।

(৬) মুখ্যমন্ত্রী হলেন সংশ্লিষ্ট রাজ্যের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। রাজ্যের সঙ্কটে জনগণ মুখ্যমন্ত্রীর দিকেই তাকিয়ে থাকে। এছাড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির সংগঠন, শিল্প-বাণিজ্য সংগঠন, শ্রমিক ও পেশাদারি সংগঠন সমূহের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়। মুখ্যমন্ত্রী বেতার, দূরদর্শন, জনসভা প্রভৃতির মাধ্যমে জনসংযোগ রক্ষার কাজ করেন।

**পদমর্যাদা :** রাজ্য-রাজনীতিতে মুখ্যমন্ত্রী বিশাল ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী। তিনি রাজ্যের প্রকৃত শাসক এবং প্রশাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কতখানি ক্ষমতা ও পদমর্যাদার অধিকারী হবেন তা বিভিন্ন বিষয়ের ওপর নির্ভর করে, যেমন—নিজ দলের শৃঙ্খলা ও সংহতি, দলের মধ্যে কোনো উপদলীয় বিরোধ আছে কিনা, কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার সম্পর্ক, রাজ্যপালের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সম্পর্ক, মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও গুণাবলি। মুখ্যমন্ত্রী যদি একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বা নেত্রী হন এবং তার পক্ষে নিজের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার কাজটি সহজ হয়।

একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী হওয়া সম্ভব হয় না, কারণ আবার কেন্দ্রে যে দলের সরকার রয়েছে রাজ্যে যদি তার বিরোধী দলের সরকার থাকে তাহলে আর মুখ্যমন্ত্রী যদি কেন্দ্র-বিরোধী মুখ্যমন্ত্রী হন, তাহলে তাঁর অবস্থা আরও সঙ্কিন হয়ে দাঁড়ায়।

তবে একথা সত্যি যে মুখ্যমন্ত্রী যদি যোগ্য, বিচক্ষণ, সাহসী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হন, তা হলে তিনি যে-কোনো প্রতিকূল অবস্থাকে কাটিয়ে উঠে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এ ব্যাপারে একটি জ্বলন্ত উদাহরণ।